সংকলন : অশোককুমার রায়

জীবনপঞ্জি :

১৮২০	২৬ সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২ আশ্বিন, ১২২৭) মঙ্গলবার তৎকালীন হুগলি জেলার (বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের) ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। তাঁর প্রপিতামহের নাম ছিল ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র ছিলেন রামজয় তর্কভূষণ। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা। তাঁর মায়ের নাম ভগবতী দেবী। রামজয়ের পৈতৃক গৃহ ছিল হুগলী জেলার বনমালীপুর গ্রামে।
১৮২৫-২৭	পাঁচ বছর বয়সে বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় লেখা-পড়া শুরু করেন এবং একাদিক্রমে তিন বছরে চার বছরের পাঠ সাঙ্গ করেন।
১৮২৮	পিতার সঙ্গে পদব্রজে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে কলকাতায় আসেন।
১.৬.১৮২৯	কলিকাতার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।
১৮৩০	মার্চ মাস থেকে ৫ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেন।
১৮৩১	এগারো বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়।
১৮৩৪	ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ।
২২.৪.১৮৩৯	হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দান। ন্যায় শ্রেণীতে ভর্তি। পড়তে হয়েছে ভাষা, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ন্যায়।
১৫.৫.১৮৩৯	পঠদ্দশায় ল-পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু ল কমিটি কর্তৃক প্রশংসাপত্র লাভ।
১৮৪০-৪১	১লা ডিসেম্বর গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নান্তে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ। ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এ সময় থেকে বিদ্যাসাগর রীতিমতো ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।
১৮৪৪	বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিদর্শনকালে কলেজের প্রধান মার্শাল সাহেব তাঁর সঙ্গে তরুণ শিক্ষক বিদ্যাসাগরের পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ সাক্ষাৎকারে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে হার্ডিঞ্জ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১০১টি বাংলা বিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দেন।

১৮৪৬ ৬ এপ্রিল : সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। যোগ দিয়েই কলেজের পাঠক্রম ও পাঠন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে।

১৮৪৭ সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র ও প্রেস ডিপোজিটারির প্রতিষ্ঠা বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। হিন্দী বেতাল পৈঁচিশির অনুসরণে *বেতাল পঞ্চবিংশতি* গ্রন্থ রচনা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শালের পরামর্শে কলেজ ছাত্রদের জন্য তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। এই *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র ভাষা বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম বাতিঘর। মার্শালের নির্দেশেই তিনি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক।গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য ছিল। ১৬ই জুলাই, ১৮৪৭ : সংস্কৃত কলেজের সহ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতান্তর।

১৮৪৮ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য *বাঙ্গালার ইতিহাস* (মার্সম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ) রচনা।

১৮৪৯ ১লা মার্চ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 'হেড রাইটার ও ট্রেজারার' পদে যোগদান। চেম্বার্স ও অন্যান্য জীবনী থেকে সেপ্টেম্বর মাসে *জীবনচরিত* গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ। এই গ্রন্থে যাঁদের জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান সাধক কোপর্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল প্রভৃতি।

১৮৫০ বেথুন প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক ও সংগঠক। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ড: মোয়াটের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে যোগদান। ১৬ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর রচিত রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন এবং পাঠ্যক্রমের সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন।

১৮৫১ ৫ই জানুয়ারি : সংস্কৃত কলেজে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে সর্বাত্মক ক্ষমতা দেন তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য।

১৮৫৩ বীরসিংহ গ্রামে নিজ ব্যয়ে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন। শ্রমজীবী বালকদের জন্য স্বতন্ত্র সান্ধ্য বিদ্যালয়। বালিকাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন।

১৮৫৪ বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিক্ষা পরিষদের কাছে বিস্তৃত নোট দেন।

১৮৫৫ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটির সদস্য, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতার সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক; সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক পরিশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন। বহু বিবাহ রহিত করার আবেদন।

১৮৫৬ ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ; বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফল লাভ। ৭ ডিসেম্বর : প্রথম বিধবা বিবাহ তাঁরই আয়োজনে; দ্বিতীয় বিবাহও। ১২ ডিসেম্বর : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগরকে 'ফাউন্ডার ফেলো' রূপে গ্রহণ করা হয় গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে।

১৮৫৭ বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় ৯টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। অধ্যক্ষ পদ ত্যাগের ইচ্ছা। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য ছোটলাট হ্যালিডের কাছে প্রস্তাব। নীতিগতভাবে সরকার রাজি হন।

১৮৫৮ জানুয়ারি-মে আরও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন প্রথমে ২৭টি, পরে ৪টি। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ইয়ং-এর সঙ্গে মতান্তর। শিক্ষানীতির পরিবর্তিত রূপে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক মনোনীত হয়ে দেশহিতৈষণার কাজে যুক্ত।

১৮৫৯ ১লা এপ্রিল কান্দিতে (মুর্শিদাবাদ জেলা) ইংরেজি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সম্পাদকের পদত্যাগ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর গণশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অনুদানের জন্য আবেদন করেন।

১৮৬০ সরকারের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কারে মতানৈক্য হেতু বোর্ড অব্ এগজামিনারস-এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

১৮৬১ সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কে সম্পাদক মনোনীত করে পত্রিকাটিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ট্রাস্ট কমিটির হাতে অর্পণ করেন। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালন কমিটির মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে নতুন কমিটিতে বিদ্যাসাগর সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন।

১৮৬২-৬৩ পরে যথেষ্ট সময় দিতে না পারায় মধুসূদনের স্থলে কৃষ্ণদাস পালকে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেন বিদ্যাসাগর। নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক পদে নিয়োগ করেন সরকার থেকে।

১৮৬৪ কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল-এর নাম পরিবর্তিত হয় 'কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' নামে। লন্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত। জার্মান ওরিয়েন্টালিস্ট সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত। জার্মানীর ও ইংলন্ডের পত্রিকায় তাঁর গ্রন্থগুলির আলোচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৬৫ ১১ই জানুয়ারি, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক হিসাবে প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন।

১৮৬৬ বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন।

১৮৬৭ জুলাই, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার সঙ্গে গোপাল চন্দ্র সমাজপতির বিবাহ হয়।

১৮৬৬-৬৭ দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাঁর গ্রাম বীরসিংহে অন্নছত্র খুলে দেন বিদ্যাসাগর। ক্ষুধিত ও আর্তমানুষদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি ও তাঁর জননী ভগবতী দেবী। উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ফেরার পথে গাড়ি উল্টে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আঘাত পান পেটে ও মাথায়।

১৮৬৮ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সকল সমাজ কল্যাণ ও সংস্কারের কাজে সমর্থক সঙ্গী মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের অকাল প্রয়াণে মর্মাহতা।

১৮৬৯ জানুয়ারি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই পদে ছিলেন। বর্ধমানে ম্যালেরিয়া মহামারী হয়ে দেখা দিলে বিদ্যাসাগর আর্ত মানুষের সেবায় দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে দিলেন। নিজে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসলেন পীড়িতের সেবায়। এই সময়ে শেক্সপীয়রের একটি নাটক অবলম্বনে রচনা করেন *ভ্রান্তিবিলাস*। এই বছরই তাঁর জীবনে একটি বিপর্যয়। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত মন নিয়ে তিনি গ্রাম বীরসিংহ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেন। পরবর্তী বাইশ বছরে আর কখনো গ্রামে যান নি।

১৮৭০ ১১ই আগস্ট একমাত্র পুত্র ২২ বছর বয়স্ক নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়স্কা বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ হয় কলকাতার বাড়িতে। পরিবারের কেউ-ই যোগ দেন নি। তিনি একাই বিবাহকার্য সম্পাদন করেন।

১৮৭১ ১২ই এপ্রিল কাশীতে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়।

১৮৭১-৭২ এই সময় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির দরুণ, জল হাওয়া পরিবর্তনের জন্য। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কার্মাটারে (অধুনা বিদ্যাসাগর স্টেশন) একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করেন (১৮৭১) এবং কিছুদিন স্বাস্থোদ্ধারার্থে বসবাস করেন। দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। (১৮৭২)।

১৮৭২ ১৫ই জুন বিদ্যাসাগরেরই প্রাণপণ চেষ্টায় বিধবাদের সাহায্যার্থে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৩ জানুয়ারি, মেট্রোপলিটান কলেজ (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা হয়। ১৬ই আগস্ট। বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় দিয়ে। বিদ্যাসাগর এই থিয়েটারের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৮৭৪ ফার্স্ট আর্টস্ (এখনকার উচ্চমাধ্যমিক) পরীক্ষায় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের আশাতীত সাফল্য। ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারি কলেজ যেখানে কোনো

ইংরেজ শিক্ষক ছিল না, সরকারি সহায়তাও ছিল না। পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ।

১৮৭৫ ৩১ মে, সম্পত্তির উইল তৈরি করলেন। উইলের দ্বারা সম্পত্তির অর্জিত অর্থ তিনি ৪৫ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিলেন; এ কাজের ভার দিলেন ৩ জন কার্যদর্শীর হাতে। পুত্র নারায়ণ চন্দ্রকে 'যথোচ্ছারী ও দুর্নীতিপরায়ণ বর্ণনা করে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। ১৩ জুলাই তৃতীয় কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ দেন।

১৮৭৬ পিতার অনুমতি নিয়ে কলকাতার বাদুড়বাগানে ২৫, বৃন্দাবন মল্লিক লেনে দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করেন। ১২ এপ্রিল, ১৮৭৬ পিতার কাশীতে প্রয়াণ ঘটে। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড' সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ।

১৮৭৭ জানুয়ারি, বাদুড় বাগানে নবনির্মিত ভবনে বাসারম্ভ। এপ্রিলে গোপাললাল ঠাকুরের বাসভবনে ধনী পরিবারের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ছাত্র বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকা। তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের সম্পাদক ও কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ। দিল্লীর দরবারে ভারত সরকারের কাছ থেকে (লর্ড লিটন স্বাক্ষরিত) প্রশংসাপত্র লাভ। কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর (এপ্রিল, ১৮৭৭) বিবাহ।

১৮৭৯ মেট্রোপলিটন কলেজ ১ম শ্রেণিতে উন্নীত হয়।

১৮৮০ সি.আই.ই. খেতাব লাভ ১লা জানুয়ারি।

১৮৮২ ৫ই আগস্ট, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর বাদুর বাগানের বাড়িতে আসেন। মেট্রোপলিটন কলেজে ল কোর্স পড়ানো শুরু হয়।

১৮৮৩ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন।

১৮৮৪ নভেম্বর মাসে কানপুরে বেড়াতে যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকেন।

১৮৮৫ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বহু বাজার শাখা খোলা হয়।

১৮৮৮ ১৩ই আগস্ট স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু হয়।

১৮৯০ জামাতা বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী দেবীর নামে 'ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন।

১৮৯১ ২৮ শে জুলাই রাত ২ টো বেজে ১৮ মিনিটে মহাপ্রয়াণ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর ১০ মাস ৩ দিন। ৩০ শে জুলাই সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তে অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয় কলকাতার নিমতলা মহাশ্মশানে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী : (কালানুক্রমে)

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে গ্রন্থনাম ও প্রকাশকাল

বেতাল পঞ্চবিংশতি, ১৮৪৭, পৃষ্ঠা ১৬৩।

বাঙ্গালার ইতিহাস (মার্সম্যানের *History of Bengal* গ্রন্থের অনুবাদ), ১৮৪৮।

জীবনচরিত, ১৮৪৯, সেপ্টেম্বর।

শিশুশিক্ষা (মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত ১ম, ২য়, ৩য় ভাগের পর শেষাংশ), ৪র্থ ভাগ, ১৮৪৯।

বোধোদয়, ১৮৫১, এপ্রিল।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, নভেম্বর, ১৮৫১।

ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ, ১৮৫১, নভেম্বর।

ঋজুপাঠ, ২য় ভাগ, ১৮৫২, মার্চ।

ঋজুপাঠ, ৩য় ভাগ, ১৮৫৩, ডিসেম্বর।

সংস্কৃত ভাষা শাস্ত্র ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৫৩, মার্চ।

ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ, ১৮৫৩।

ব্যাকরণ কৌমুদী, ২য় ভাগ, ১৮৫৩।

ব্যাকরণ কৌমুদী, ৩য় ভাগ, ১৮৫৪।

ব্যাকরণ কৌমুদী, ৪র্থ ভাগ, ১৮৬২।

শকুন্তলা, ডিসেম্বর, ১৮৫৪।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয় প্রস্তাব-১ম পুস্তক, এপ্রিল, ১৮৫৫।

বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ এপ্রিল, ১৮৫৫।

বর্ণপরিচয়, ২য় ভাগ, জুন, ১৮৫৫।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয় প্রস্তাব-২য় পুস্তক, অক্টোবর, ১৮৫৫

কথমালা, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬।

চরিতাবলী, জুলাই, ১৮৫৬।

পাঠমালা, ১৮৫৯।

মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ), ১৮৬০, জানুয়ারি।

সীতার বনবাস, ১৮৬০, এপ্রিল।

ব্যাকরণ কৌমুদী (৪র্থ ভাগ), ১৮৬২।

আখ্যান মঞ্জরী, ১৮৬৩, নভেম্বর।

শব্দ মঞ্জরী (বাংলা অভিধান), ১৮৬৪।

ভ্রান্তিবিলাস (শেক্সপীয়রের *Commedy of Errors* অবলম্বনে), ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—১ম পুস্তক, আগস্ট, ১৮৭১।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—২য় পুস্তক, এপ্রিল, ১৮৭৩।

বামনাখ্যানম্, ১৮৭৩।

নিষকৃতিলাভ প্রয়াস, এপ্রিল, ১৮৮৮।

পদ্য সংগ্রহ, ১ম ভাগ, ১৮৮৮, জুলাই।

পদ্য সংগ্রহ, ২য় ভাগ, ১৮৯০।

সংস্কৃত রচনা, ১৮৮৯, নভেম্বর।

শ্লোক মঞ্জরী (উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ), ১৮৯০, মে।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত : (কালানুক্রমে)

বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত জীবনচরিত), ১৮৯১।

প্রভাবতী সম্ভাষণ, ১৮৯২।

ভূগোল খগোল বর্ণনম্, ১৮৯২।

Re-marriage of Hindu Widows, ১৮৯৮।

রামের অধিবাস, ১৯০৯।

বেনামী রচনা (কালানুক্রমে)

অতি অল্প হইল [কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত], ১৮৭৩।

আবার অতি অল্প হইল [কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত], ১৮৭৩।

ব্রজ বিলাস, ১৮৮৪।

বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা [কস্যচিৎ তত্ত্বানেভষিণ], ১৮৮৪।

(১৮৮৭ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণে এর নামকরণ হয়েছে 'বিনয় পত্রিকা')

রত্ন পরীক্ষা [কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য প্রণীত], ১৮৮৬।

[এই গ্রন্থগুলি বেনামী বা নামহীন হলেও রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর তা বিদ্যাসাগর গবেষকগণ দ্বারা প্রমাণিত।]

সম্পাদিত গ্রন্থ (কালানুক্রমে)

অন্নদামঙ্গল (বাংলা), ১৮৪৭।

পদ্য সংগ্রহ, ১ম ভাগ (কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সংকলিত), ১৮৯০।

পদ্য সংগ্রহ, ২য় ভাগ (ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল থেকে সংকলিত), ১৮৯০।

সর্বদর্শন সংগ্রহ, ১৮৫৩-৫৮।

রঘুবংশম্, ১৮৫৩ (সংস্কৃত)।

কীরাতার্জ্জুনীয়ম, ১৮৫৩ (সংস্কৃত)।

শিশুপাল বধ, ১৮৫৭ (সংস্কৃত)।

কুমারসম্ভব, ১৮৬১ (সংস্কৃত)।

কাদম্বরী, ১৮৬২ (সংস্কৃত)।

মেঘদূতম্, ১৮৬৯ (সংস্কৃত)।

উত্তরচরিতম্, ১৮৭০ (সংস্কৃত)।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ১৮৭১ (সংস্কৃত)।

হর্ষচরিতম্, ১৮৮৩ (সংস্কৃত)।

পত্র-পত্রিকায় স্ব-নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ

বাল্যবিবাহের দোষ (প্রবন্ধ) *সর্বশুভকরী পত্রিকা*, ১৮৫০।

প্রভাবতী সম্ভাষণ (প্রবন্ধ) *সাহিত্য পত্রিকা*, ১৮৯২।

মাতৃভক্তি (ছোটদের জন্য লেখা) *সখা পত্রিকা*, ১৮৯৩।

ছাগলের বুদ্ধি (ছোটদের জন্য লেখা) *সখা পত্রিকা*, ১৮৯৪।

শব্দ সংগ্রহ (প্রবন্ধ পঞ্জিসহ) *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৩০৮।

ঐশক ব্যবস্থায় বিশ্বাস (ছোটদের জন্য লেখা) *মুকুল পত্রিকা*, ১৩১৬।

আমেরিকার আদিম নিবাসীর ন্যায় পরায়ণতা (ছোটদের জন্য লেখা) *ধ্রুব পত্রিকা*, ১৩১৯।

বিদ্যাসাগরের পত্রাবলী

বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী, সম্পাদনা সন্তোষকুমার অধিকারী, ১৮৯৫।

Unpublished Letters of Vidyasagar, Edited by Arabindo Guha, 1971.

বিদ্যাসাগর বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবের সমালোচনা, *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ২য় খণ্ড (বর্ষ), পৃ: ১৯৬-২০০, ১৮৫২, সম্পাদনা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

চরিতাভিধান বা *এ ডিকসনারি অব বায়োগ্রাফি অ্যান্ড ইনডিয়ান মিথলজি*—উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৯১, [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : পৃ: ২০১-২০৫]।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৫, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী, কলকাতা, পৃ: ২৪+৫৬৪+২৮, এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোং কলকাতা, ১৯২৯, ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯০৯।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর পাঠাগার, মেদিনীপুর, ১৮৯৯।

বিদ্যাসাগর ছাত্রজীবন—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী, কলকাতা, ১৮৯৬।

মা ও ছেলে (১ম খণ্ড) [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ ৭০-৭৭ পৃ:]—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৮৮৮।

তারকনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী (৩য় খণ্ড) [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ২৬৬-২৬৭]—তারকনাথ বিশ্বাস, হিতবাদী কার্যালয়, কলকাতা, ১৯১৯।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—তারকনাথ বিশ্বাস, *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা, ১৮৪৭ পৃ: ১৩৯-১৪০।

বঙ্কিমবাবুর জীবন কথা [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—তারকনাথ বিশ্বাস, *ঢাকা রিভিয়্যু পত্রিকা*, ১৯১৮, ঢাকা।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সিটি বুক কোং, কলকাতা, ১৯০৪।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ বহুবার]—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৯০৫ ৩য় সংস্করণ, কলকাতা।

মধুস্মৃতি [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : ১৫শ অধ্যায় : পৃ: ২৯৫-৩১৩]—নগেন্দ্রনাথ সোম, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, মার্চ, ১৯২১, পৃ: ৬৮০।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯১৯।

প্রতিভা [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ১-৪২]—রজনীকান্ত গুপ্ত, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, কলকাতা, ১৮৯৬।

জীবনী কোষ : ভারতীয় ঐতিহাসিক (দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : পৃ: ৩৩৪-৩৫১)—শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার, দেবব্রত চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৩৬।

আত্মচরিত [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ১৩৯-১৪৪ এবং আরো বহু স্থানে]—শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী প্রেস, কলকাতা, ১৯২১।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ [বহু অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ উল্লিখিত]—শিবনাথ শাস্ত্রী, এস. কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯০৪।

ভারত প্রতিভা (১ম খণ্ড) [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : পৃ: ১৭৫-২০৯]—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪, পৃ: ৪১৯।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন ও সাহিত্যজীবন]—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পপুলার লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৬৮।

বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোং, কলকাতা, (৬ষ্ঠ সংস্করণ-১৯২৯)

ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক [বাংলা সমাজ বিপ্লবে বিদ্যাসাগর : পৃ: ৩৩-৭৪]—অরবিন্দ পোদ্দার, প্রকাশক গুরুপদ চক্রবর্তী, ১৯৫৫।

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—অরবিন্দ গুহ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (শিক্ষা ও বিবিধ) [দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভূমিকাংশ], বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি, (১৯৩৯)।

ঐ, (সমাজ) (দ্রষ্টব্য ভূমিকাংশ), বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি, (১৯৩৮)।

ঐ, (সাহিত্য) [ভূমিকাংশ], বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি, (১৯৩৪)।

বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, *সাহিত্যশ্রী*, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৭৬, পৃ: ৪২৮।

ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার : পৃ: ২০৪-২৪০]—হারাণচন্দ্র রক্ষিত, মজিলপুর, ২৪ পরগণা ১৯১১।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—বিনয় ঘোষ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৭-৫৯

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ (প্রবন্ধ)—বিনয় ঘোষ, *সমকালীন*, আশ্বিন, ১৩৬৪ সংখ্যা।

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর—বিনয় ঘোষ, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ: ১৫২।

হিউম্যানিয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—বিনয় ঘোষ, *সমকালীন*, ভাদ্র, ১৩৬৪ সংখ্যা।

সত্তর বৎসর (আত্মজীবনী) [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ৪৭, ১৮৫-১৮৬]—বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৬২।

সেকালের ছাত্রজীবন (প্রবন্ধ) [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—বিপিনচন্দ্র পাল, *শারদীয়া বসুমতী*—১৩৫৬।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, পৃ: ২৭৬-২৭৮]—নবম খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬৪।

বঙ্গভাষার লেখক [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনী, পৃ: ২৩৮-২৯৪]—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কার্যালয়, কলকাতা, ১৯০৪।

মরেও যাঁরা রইল বেঁচে [দ্রষ্টব্য মানুষ দেবতা বিদ্যাসাগর : পৃ: ৫-৯] (তৃতীয় সং)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সেনচুরি পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৫।

প্রবন্ধ সঞ্চয়ন [দ্রষ্টব্য অমর অনুবাদক এবং স্মরণীয় গদ্য শিল্পী বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ) : পৃ: ৭-২৮]—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, কলকাতা, ১৯৬৫।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭০।

বিদ্যাসাগর পরিচয়—যোগেশচন্দ্র বাগল, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৫৯।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য) [দ্রষ্টব্য ভূমিকা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস], রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৩৭।

সমকালে বিদ্যাসাগর—স্বপন বসু, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৩।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [ভূমিকা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী], গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৩১।

সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; চরিতমালা ১৮, পৃ: ১৩৪]—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৭০।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড) [বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৩২।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড) [বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৩৩।

দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—সম্পাদনা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জুন, ১৯৮১।

সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড [দ্রষ্টব্য প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর]—স্বপন বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, অক্টোবর, ২০০৩।

হারিয়ে যাওয়া সাতটি মানিক [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর ১-১৫ পৃ:]—ভট্টাচার্য-ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর প্রকাশনা, ১৯৬০।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ [দ্রষ্টব্য প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর]—মন্মথনাথ ঘোষ, ফাইন আর্টস্ প্রিন্টিং সিন্ডিকেট, কলকাতা, ১৯১৫।

বিদ্যাসাগর—মণি বাগচি, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৭।

বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ২৭৫-২৮৫]—ভোলানাথ ঘোষ, ১৯৫৭।

কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ১০৫-১০৯ এবং অন্যত্র পৃ: ২৭৯-২৮৫] — মন্মথনাথ ঘোষ, আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রালয়, কলকাতা, ১৯২৬।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগ : পৃ: ৩৮৫/১-২৬/৩৫-৩৬ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ)—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), কথামৃত ভবন, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৯৫৩।

আমাদের বিদ্যাসাগর—মণি বাগচি, শরৎ পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৫২।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *নবোদয় বার্ষিকী গ্রন্থ*, অক্টোবর, ১৯৫৫।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃ: ৩৮-৪২] সমগ্র ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ১৯৬৯।

বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড নবযুগ)—গোপাল হালদার, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৮, [বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ পৃ: ১৪৩-১৭৩]

বিদ্যাসাগর পরিচয়—রাসবিহারী রায়, ভূমিকা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কিশোর কল্যাণ পরিষদ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৭১, পৃ: ১১২।

মহামানব বিদ্যাসাগর—চন্দ্রশেখর ভদ্র, প্রকাশক তপতী ভদ্র, ১৯৫৯।

বিদ্যাসাগরের সার্ধশত বর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ—সম্পাদক গোলাম মুরশিদ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ: ২৯০।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন—প্রবোধচন্দ্র বসু, প্রকাশক স্বপনকুমার বসু, কলকাতা, ১৯৬০।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃ: ১৬০-১৭০]—জহরলাল বসু, কুতরুন, হুগলী, ১৯৩৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির মনন ও সাহিত্য—প্রণবরঞ্জন ঘোষ, লেখাপড়া, কলকাতা, ১৯৬৮।

সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্তি, ১ম খণ্ড [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—নরেন্দ্রনাথ লাহা, প্রকাশক যোগেশচন্দ্র সরখেল, ১৯৯০।

বাঙলার যাঁরা নাম করা লেখক [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃ: ৬-১২]—চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, এন. ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৫৭।

নব পরিচয় : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ পৃ: ৮১-৮৬]—জনার্দন চক্রবর্তী, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯।

জন্মভূমি পত্রিকা : ২য় ভাগ (বর্ষ) পৌষ, ১২৯৮—অগ্রহায়ন, ১২৯৯ [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিত শোক প্রস্তাব, স্মৃতি কথা, উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রবন্ধ প্রভৃতি।]

সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ১ম পর্ব [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ পৃ: ১০৪-১৩৩, ১৩৮, ১৪০-১৪৩, ১৫৪-১৫৫, ১৫৮, ১৬২, ১৯১-১৯২]—জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা।

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, পৃ: ৬৪-৭৩]—নীলরতন সেন, এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৯৫৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—নীলিমা ইব্রাহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬৪।

বিদ্যাসাগর (নাটক)—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪২।

বাংলার মনীষী [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ ২-১৪ পৃ:]—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৪০।

আমাদের বিদ্যাসাগর—প্রিয়নাথ জানা, ভারত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭০।

মনীষীদের ছাত্রজীবন [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃ: ১-১২]—প্রিয়নাথ জানা, বাণী নিকেতন, কলকাতা, ১৯৬২।

আমাদের বিদ্যাসাগর—বিজয়াশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, এস. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬১।

জনসভার সাহিত্য [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ১৫২, ১৭৫-১৭৯]—বিনয় ঘোষ, সত্যব্রত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৬।

বহুরূপে বিদ্যাসাগর—বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭০।

করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর (যাত্রা নাটক)—ব্রজেন্দ্রকুমার দে, মণ্ডল অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৭০।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনায় হাস্যরস প্রসঙ্গ]—অজিত দত্ত, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ: ১১২।

বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনা প্রসঙ্গ]—অজিতকুমার ঘোষ, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬০।

আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ পৃ: ৬৯-৭১/৯১-১০৫ এবং অন্যত্র অনেক পৃষ্ঠায়]—ড: অধীর দে, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬২।

বাংলা সাহিত্যের বৃত্তান্ত [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর সাহিত্য প্রসঙ্গ]—অবন্তীকুমার সান্যাল, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬০।

রসসাগর বিদ্যাসাগর—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২।

বাংলার নবরত্ন : শিক্ষাবিস্তারে [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃ: ২৬-৩২]—অমরেন্দ্রনাথ বসু, গোল্ড কুইন অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯২৭।

উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি [দ্রষ্টব্য বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর পৃ: ৫৫-৭৫ এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৭১।

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ ১০৭-১১৭, ১২৫-১২৭, ১৫০-১৫২, ২২৪-২২৬ এবং আরো অন্যানা পৃষ্ঠায়]—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৭।

বাংলা গদ্যের শিল্পী সমাজ [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃ: ২৬-৩১]—অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৭।

স্মরণীয় যাঁরা [বিদ্যাসাগর জীবন ও সাধনা দ্রষ্টব্য]—অলককুমার ঘোষ, প্রকাশক অমরনাথ ঘোষ, কোন্নগর, ১৯৫৫।

বাংলা সাহিত্যের রেখা-লেখ্য [প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর দ্রষ্টব্য]—আলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৯।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বুকল্যান্ড প্রা: লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য[দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৭।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগর—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [তৃতীয় খণ্ড] (দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগরের বাংলা রচনাবলী)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৬।

শতবর্ষের আলোয় [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ পৃ: ৩৮-৫৩]—সম্পাদিকা অসীমা মৈত্র, চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৯।

সাহিত্য সঙ্গ [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ পৃ: ২৩০-২৩৮]—আবদুল আজীজ আল্-আমান, এস মল্লিক, কলকাতা, ১৯৫৪।

বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ১৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭২, ৯৫, ৯৬, ১৫২, ৪২৯]—আশুতোষ ভট্টাচার্য, গ্রন্থ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৪।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ৪২, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৮, ২৩৩, ২৯৮, ৪০৮]—আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৫৫।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর সাহিত্যপ্রসঙ্গ পৃ: ৭-২৪]—কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬১।

ছোটদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৫৪।

বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড) [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর ও বঙ্গসাহিত্য : পৃ: ৪৪-৫০]—কালিদাস রায়, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৫৭।

বাঙলার বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর সার্ধশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা গোপালচন্দ্র মিশ্র, ঘড়ার, মেদিনীপুর, ১৯৭০।

বিদ্যাসাগর এক আধুনিক মানুষ—শ্যামাপ্রসাদ বসু, এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০৩৫, (২০০২)।

বাংলার মনীষা [দ্রষ্টব্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]—আহমদ শরীফ, অনন্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

শত মনীষীর জীবন কথা [দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]—ভবেশ রায়, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

মানিক, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর] (প্রবন্ধ)—আবদুল হালিম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪।

কিশোরদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ড: বি. হোসেন, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০১।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা চিন্তা—ড: সফিউদ্দিন আহমদ (প্রবন্ধ), বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুলাই, ২০০৬, পৃ: ৫৪৪।

বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী চিঠিপত্র ও উইল—সফিউদ্দিন আহমদ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ: ১৭৬।

প্রয়াণের শতবর্ষে বিদ্যাসাগর—সম্পাদনা ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ: ১০৮।

ছোটদের বিদ্যাসাগর (জীবনী)—রবীন্দ্রনাথ শীল, মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, ৪৮ পৃ:।

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ [দ্রষ্টব্য ভূমিকাংশ]—মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, সময় প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুন, ২০০৪, পৃ: ৪০০।

নষ্টবঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রব্রজ্যা (প্রবন্ধ)—হায়াৎ মামুদ, *সাহিত্য প্রকাশ*, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ: ১৫২।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি—রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৬৯।

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন (প্রবন্ধ)—প্রভাস ঘোষ, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া, কলকাতা মে, ২০১২, পৃ: ৫৬।

বীরসিংহের সিংহ শিশু (জীবন ও সাধনা)—নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ: ১৬৪ (সচিত্র)।

বিদ্যাসাগর নাই—সংকলক সনৎকুমার গুপ্ত, শঙ্খমালা বসাক, সোমা চক্রবর্তী, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ: ৯৬।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি (উদ্দেশে রচিত প্রবন্ধ-কবিতা সংকলন)—সম্পাদনা বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম্, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৮৯, পৃ: ১৬০।

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা (জীবনী)—ইন্দ্র মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, পৃ: ১২৬।

বিদ্যাসাগরের শেষ স্বপ্ন [জাতীয় শিক্ষায়তন মেট্রোপলিটন]—সন্তোষকুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃ: ৪৮।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—সন্তোষকুমার অধিকারী, সাহিত্যিকা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ: ১৬।

বিদ্যাসাগর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব (প্রবন্ধ)—রামরঞ্জন রায়, *সহযাত্রী*, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ: ৩৩৬।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—রাধারমণ মিত্র, *জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৭৭।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ড: যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, প্রাচ্য বাণী মন্দির, কলকাতা, ১৯৫০,

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—শঙ্খ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষর দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ: ৬৪।

দীন যে দীনের বন্ধু (প্রবন্ধ)—সন্ধ্যা নন্দী, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ৬ মে, ১৯৯৩, পৃ: ৬৪।

পাঠক বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—পুলকেশ দে সরকার, লেখক প্রকাশক, ৩১/সি/১৫, হরিনাথ দে রোড, কলকাতা, পৃ: আগস্ট, ১৯৮৬।

বিদ্যাসাগর পরিক্রমা (প্রবন্ধ সংকলন)—সম্পাদনা সন্তোষকুমার অধিকারী ও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি: কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৭২, পৃ: ১৬৬।

বিদ্যাসাগর ও পরমহংস (প্রবন্ধ)—অমলকুমার রায়, বসিরহাট থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৪, পৃ: ১৬৬।

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—অরুণ চক্রবর্তী, শিশু সাহিত্য সংঘ, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ: ১২৮।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত—হুগলী, ১৯৪৩, পৃ: ১১২।

ইউরোপে বিদ্যাসাগরের কথা—রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, দেশ, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪, (প্রবন্ধ)।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—বিহারীলাল সরকার, ষ্ট্যানহোপ প্রেস, কলকাতা, ১৮৯৫।

বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী—প্রিয়দর্শন হালদার, প্রজ্ঞাভারতী, কলকাতা, ১৯১২, পৃ: ১১২।

পুরাতন প্রসঙ্গ (১ম পর্যায়) (দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ১৮২-১৮৪)—বিপিনবিহারী গুপ্ত, ওরিয়েন্টাল প্রেস, কলকাতা, ১৯১৩।

লুপ্ত রত্নোদ্ধার বা প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী [দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লিখিত ভূমিকায় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—প্যারীচাঁদ মিত্র, হিতবাদী কার্যালয়, কলকাতা, ১৯১৩।

আত্মচরিত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর/সম্পাদনা নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যালকাটা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৮৯৩।

নবীনচন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) : আমার জীবন ১ম ও ২য় ভাগ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

(দ্বিতীয় খণ্ড) : আমার জীবনী ৩য় ও ৪র্থ ভাগ প্রথমাংশ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

(তৃতীয় খণ্ড) : আমার জীবন ৩য় ভাগের শেষাংশ এবং ৫ম ভাগ : বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য সম্পাদনা সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৫৯।

প্যারীচরণ সরকার [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—নবকৃষ্ণ ঘোষ, সাহিত্য লেখক সমিতি, কলকাতা, ১৯০২।

বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ৩০২-৩০৫]—নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ

বিদ্যাসাগর-চরিত—শরৎকুমার রায়, রায় এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৩৪, পৃ: ১৪২।

বিদ্যাসাগর-জীবন চরিত ও ভ্রমনিরাশ—শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বুকল্যাণ্ড, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ: ৩৫৬।

আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর—সন্তোষকুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা, ১৯৮৪।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ—বদরুদ্দীন উমর, চিরায়ত, ৫ম সং-২০০১, কলকাতা, পৃ: ১১৬।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (জীবনী)—এস. কে. বোস, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউদিল্লী, ১৯৯১, পৃ: ৬৪।

আশার ছলনে ভুলি [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ৪১৯।

চিত্র-চরিত্র [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ৭৭-৮০]—প্রমথনাথ বিশী, কলকাতা, ১৯৬৫।

প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর—গোপাল হালদার, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ: ১৬০।

নমস্য [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর : পৃ: ১৭-২৫]—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৯।

নবজাগরণের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা, ১৯৮৯।

বিদ্যাসাগর : সামাজিক ব্যক্তিত্ব—প্রদীপ রায়, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬।

বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯০৯।

রসসাগর বিদ্যাসাগর—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯১।

বিদ্যাসাগর চরিত—শিশিরকুমার আদক, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৬১।

স্বামী বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড) [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—প্রমথনাথ বসু, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯১৯।

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৬।

জীবনস্মৃতি [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ২৭-৩১]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা

বঙ্কিম জীবনী [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ]—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৮৭-১৯৯, ৩৮১।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি—সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭৪ জুন

হরপ্রসাদ রচনাবলী [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ৩-২০] (২য় সম্ভার)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং, কলকাতা, ১৯৬০।

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ১২-১৫] (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : গিরীশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা)—প্রমথ চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৪৪।

বঙ্গের রত্নমালা বা বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় নীতিগর্ভ ঘটনা ও চরিত্র [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : পৃ: ৮৫-৮৬, ১০৩-১১৬, ১২৯-১৩০ এবং অন্যত্র]—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এডওয়ার্ড লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯১০।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ পৃ: ৬৭-৬৮ এবং অন্যত্র]—দীনেশচন্দ্র সেন, দাশগুপ্ত এন্ড কোং, কলকাতা (৮ম সংস্করণ-১৯৪৯)।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস [দ্রষ্টব্য মধ্যে বিদ্যাসাগর জীবনের বহু তথ্য যা' অন্যত্র পাওয়া যায় না] (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৪৮।

প্রবন্ধ নিবন্ধ—[অবিগতকালে বহির্বঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রভাব; মনুষ্যত্বের মূর্ত বিগ্রহ, ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর ভাবনা] দেবেন বিশ্বাস, শ্রীপর্ণ প্রকাশন, বারাকপুর, মে, ২০১১, পৃ: ৭২-৭৬, ৭৭-৮১, ৮২-৮৭।

বিদ্যাসাগর (ইতিহাস)—অমিয় কুমার সামন্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ: ৩০৪।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—ঋষি দাস, অশোক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ: ১৮৪।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—নিতাই বসু, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১, পৃ: ১২২।

বিদ্যাসাগর (জীবনী)—বার্ণিক রায়, সিগমা, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ: ৬৩০।

বিদ্যাসাগর (আলোচনা)—বার্ণিক রায়, সিগমা, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ: ৬৩০।

বিদ্যাসাগর একুশ শতকের চোখে (প্রবন্ধ সংকলন)—পল্লব সেনগুপ্ত ও অমিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ৯৬।

বিদ্যাসাগর আমার (জীবনী)—সোমনাথ ঘোষ, রৈবতক, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ২৪।

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর—অমিয় কুমার সামন্ত, ওরিয়েন্ট লঙম্যান, কলকাতা, ২০০৫, পৃ: ২০৮।

বিদ্যাসাগর ও বাবু বাঙালী (বিবিধ আলোচনা—সুহাস মজুমদার, গ্রন্থরশ্মি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ: ১৩০।

বিদ্যাসাগর স্মারক বক্তৃতা—রমাকান্ত চক্রবর্তী, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ: ২৪।

বিদ্যাসাগর পরিচয়—যোগেশচন্দ্র বাগল, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ: ১১০।

বিদ্যাসাগরের গল্প—গোপালচন্দ্র রায়, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ: ৮৪।

বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—সুদিন চট্টোপাধ্যায়, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ: ৫০।

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা (জীবনকথা)—ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ২৪।

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান-মানস—তড়িৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ:

বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা—সন্তোষকুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ: ৪৮।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি—সন্তোষকুমার অধিকারী, অনন্যা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ১২৮।

বিধবা বিবাহ ও বাংলা কবিতা (কবিতা সংকলন ও ভূমিকায় বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা)— অশোককুমার মিশ্র, সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ন, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ: ২০০।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র বাগল, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১১ ফাল্গুন, ১৩৪৪।

ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলন (দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ)—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা।

ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল [দ্রষ্টব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বিদ্যাসাগর (যোগেশচন্দ্রের লেখনী মুখে)—পূর্ণেন্দু বসু]—স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা মোহনলাল মিত্র কানাইলাল দত্ত।

বাঙ্গালী জীবনে বিদ্যাসাগর—সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭৬।

বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি—রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯।

বিদ্যাসাগর বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি (ইংরেজি)

Isvar Chandra Vidyasagar : Story of his Life and Work—Subal Chandra Mitra Cal. First Ed. 1902, Second Ed. Asish Publishing House, New Delhi (1975), Third Ed. Parul Prakashani, Kolkata 2008. [Foreword by Sibnaryan Ray].

Marriage of Hindu Widows and Vidyasagar—Shambhu Chandra Mukherjee, Calcutta, 1893.

The Literature of Bengal [See Vidyasagar]—Ramesh Chandra Dutt, R. P. Mitter & Co., Calcutta, 1895.

Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India [See Vidyasagar]—Edited & Published by Ram Gopal Sanyal (Part I & Part II), Herald Printing Works, Calcutta, 1894, 1895.

Speeches and Papers [See Vidyasagar]—Romesh Chandra Dutta, R. P. Mitter & Co., Calcutta, 1904.

The Life of Vidyasagar—S. Chakravorty, Gold Queen & Company, Calcutta, 1920.

Indian Sketches (See Vidyasagar)—by Shishir kumar Ghosh, Published by Patrika Office, Calcutta, 1923.

Sketches of Social Life in India [See Vidyasagar]—C. E. Buckland, Calcutta, 1884.

Life of Kristo Dass Pal Bahadur [See Vidyasagar]—RamGopal Sanyal, 1884.

Bengal Celebrities [See Vidyasagar]—Ram Gopal Sanyal, 1884.

Bengal Celebrities [See Vidyasagar]—RamGopal Sanyal, 1889.

Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal [See Vidyasagar]—Rev. J. Long, Calcutta, 1868.

Dictionary of the Indian Biography (See Vidyasagar)—C. E. Buckland, 1905.

Memoirs of Kali Prassunno Singh (See Vidyasagar)—Manmatha Nath Ghosh, Barendra Library, Kolkata, 1920, p. 150+2.

Marriage of Hindu Widows (See Vidyasagar)—Peary Chand Mitra, The Calcutta Review, Vol. 25, No. 50, 1855. [Reprinted : *Cross Roads : Social Reforms in Nineteenth Century India*—Edited by Alok Ray, Radiance, Kolkata, 2005. [See p. 46-63]

Vidyasagar and The New National Consciousness—Santosh Adhikari, Vidyasagar Research Centre, Kolkata, 1990, p. 116.

Vidyasagar : The Traditional Moderniser—Amales Tripathi, Punascha, Kolkata, 118, p. 144.

Women's Education in Eastern India : The First Phase—J. C. Bagal, (See Vidyasagar), World Press, Kolkata, 1956, p. 144.

Iswarchandra Vidyasagar : Present Times—Asit Kumar Bandyopadhyay, Asiatic Society, Kolkata, 2002, p. 100.

Iswarchandra Vidyasagar—Binoy Ghosh, Dept. of Information & Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, 1975.

History of Education in India during British Period (See Vidyasagar)—Nurullah Syed and J. P. Naik, Macmillan & Co., London, 1951.

Iswar Chandra Vidysagar—Hironmoy Bandyopadhaya, Sahitya Adademi, New Delhi, 1991.